১৫-০১-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই হলো সঙ্গম যুগ, যখন আত্মা আর পরমাত্মার সঙ্গম (মিলন) হয়, সত্গুরু এক বারই এসে বাচ্চাদের সত্য জ্ঞান দিয়ে সত্য বলতে শিখিয়ে দেন"

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চাদের অবস্থা এক নম্বর থাকে ?

উত্তর :- যার বুদ্ধিতে থাকে, এই সবকিছুই বাবার । প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে থাকা, সম্পূর্ণ ত্যাগী বাচ্চাদের অবস্থা এক নম্বর থাকে । এই যাত্রা লম্বা তাই উঁচু বাবার উঁচু মত নিতে হবে ।

প্রশ্ন :- মুরলী শোনার সময় কোন্ বাচ্চারা অপার সুখে ভাসতে থাকে ?

উত্তর :- যারা ভাবে, আমরা শিব বাবার মুরলী শুনছি । এই মুরলী শিববাবা ব্রহ্মাতনের সাহায্যে শুনিয়েছেন । আমাদের অতি প্রিয় বাবা আমাদের সর্বদা সুখী, মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্য এই মুরলী শোনাচ্ছেন । মুরলী শুনতে শুনতে এই স্মৃতিতে থাকলে সুখে ভাসতে থাকবে ।

গীত :- প্রীতম ..এসে মিলিত হও .....।

ওম্ শান্তি । এই দুঃখী হৃদয় তো দুঃখধামেই হয় । সুখী জীব আত্মারা সুখধামে থাকে । সমস্ত ভক্তদের প্রীতম একজনই, যাঁকেই স্মরণ করা হয় । তাঁকে প্রীতম বলা হয় । যখন দুঃখ হয় তখন তাঁকে স্মরণ করা হয় । এইকথা কে বসে বোঝান ? সত্যিকারের প্রীতম যিনি । সত্য বাবা, সত্য প্রীতম এবং সত্য সত্গুরু .....সব প্রীতমই এক তিনিই । কিন্তু প্রীতম কখন আসেন, তা কেউই জানে না । প্রীতম নিজে এসেই তাঁর ভক্তদের, তাঁর বাচ্চাদের বলেন, আমি এই সঙ্গম যুগেই একবার আসি । আমার আসা যাওয়ার যে সময়, তাকে সঙ্গম বলা হয় । অন্য সকল আত্মা তো অনেকবার জন্ম মরণ চক্রে আসে, আমি কিন্তু একবারই আসি । আমি সেই এক সত্গুরু । বাকি গুরু তো অনেকেই আছে । তাঁদের সৎগুরু বলা হবে না কারণ তাঁরা সত্য বলেন না, তাঁরা সত্য পরমাত্মাকে জানেনই না । যারা সত্যকে জেনে যায়, তারা সবসময় সত্য বলেন । এই সত্গুরু হলেন সত্য বলা প্রকৃত সত্গুরু । সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক নিজে এসেই বলেন, আমি এই সঙ্গম যুগেই আসি । আমার সময় ঠিক এতটাই, যে সময় আমি আসি । আমি পতিতদের পবিত্র করেই যাই । যখন থেকে আমার জন্ম হয়েছে, তখন থেকে আমি সহজ রাজযোগ শেখাতে আরম্ভ করি, তারপর যখন শিখিয়ে সম্পূর্ণ করি তখন এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায় আর আমি চলে যাই । আমি এই সময়ই এসে থাকি । শাস্ত্রে তো কোনো কোনো কথাই বলা নেই । শিববাবা কখন জন্ম নেন, কতদিন ভারতে থাকেন, এইকথা স্বয়ং বাবা বসেই বলেন যে আমি এই সঙ্গমেই আসি । সঙ্গম যুগের আদি এবং সঙ্গম যুগের অন্ত হলো আমার আসার আদি এবং যাওয়ার অন্ত । বাকি মধ্য সময়ে আমি বসে রাজযোগ শেখাই । বাবা নিজে এসেই বলেন, আমি এনার বাণপ্রস্থ অবস্থায় আসি -- অন্য দেশে, অন্য শরীরে, তাহলে তো অতিথিই হলাম, তাই না । আমি এই রাবণের দুনিয়ায় অতিথি । এই সঙ্গম যুগের মহিমা জবরদস্ত । বাবা এইসময় আসেনই রাবণ রাজ্যের বিনাশ করে রামরাজ্যের স্থাপনা করতে । শাস্ত্রে অনেক গল্পকথা লিখে দিয়েছে । রাবণকে মানুষ পুড়িয়ে এসেছে । সম্পূর্ন সৃষ্টি এইসময় যেন লঙ্কার মতো । কেবল শ্রীলঙ্কাকেই লঙ্কা বলা হবে না । এই সম্পূর্ণ সৃষ্টিই রাবণের থাকার স্থান বা শোকবাটিকা ।

সকলেই এখন দুঃখী । বাবা বলেন, আমি একে অশোক বাটিকা বা স্বর্গ বানাতে এসেছি । এই স্বর্গে তো এতসব ধর্ম থাকে না । সেখানে একটিমাত্র ধর্ম ছিলো যা এখন আর নেই । এখন আবার তোমাদের দেবতা করার জন্য নতুন করে রাজযোগ শেখাচ্ছি । সকলেই তো এই রাজযোগ শেখে না । আমি এই ভারতেই আসি । এই ভারতই স্বর্গ হয় । খৃষ্টানরাও স্বর্গকে মানে । তারা বলে,তিনি স্বাবর্কিগের বাসস্থানের উদ্দেশ্যে গেছেন । গড ফাদারের কাছে গেছেন । কিন্তু তারা স্বর্গকে থোড়াই বুঝতে পারে । স্বর্গ হলো আলাদা জিনিস । তাই বাবা বোঝান, আমি কখন এবং কিভাবে আসি । আমি এসেই তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানাই । ত্রিকালদর্শী আর কেউই হয় না । এই সৃষ্টির আদি – মধ্য এবং অন্তকে একমাত্র আমিই জানি । এখন এই কলিযুগের বিনাশ হবে । তার নমুনাও দেখা যাচ্ছে । সময় হলো সেই সঙ্গম যুগ । একেবারে সঠিক সময় কিছুই বলা যাবে না । বাকি সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হয়ে যাবে । বাচ্চারা যখন এই কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে তখন এই জ্ঞান শেষ হয়ে যাবে । লড়াইও আরম্ভ হয়ে যাবে । আমিও আমার পবিত্র বানানোর পার্ট সম্পূর্ণ করেই যাবো । দেবী – দেবতা ধর্ম স্থাপন করা – এ হলো আমার পার্ট । ভারতবাসী এর কিছুই জানে না । এখন শিবরাত্রি যখন পালন করা হয়, তখন শিববাবা নিশ্চই কোনো কাজ করেছিলেন । তারা কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে । এ তো সাধারণ ভুল যা নজরে আসে । শিব পুরাণ ইত্যাদি কোনো শাস্ত্রেই নেই যে শিববাবা এসে রাজযোগ শেখান । বাস্তবে প্রত্যেক ধর্মেরই এক একটি শাস্ত্র আছে । দেবতা ধর্মেরও একটি শাস্ত্র হওয়া উচিত । কিন্তু তার রচয়িতা কে ? এতেও মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় ।

বাবা বোঝান যে, আমাকে অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করতে হয় । ব্রহ্মামুখ বংশাবলীদের :ব্রহ্মাকুমার বা কুমারী বলা হয় । অনেকেরই এই নামের পরিবর্তন হয়েছে, অনেকেই পালিয়ে গেছে । এর সাথে রিপ্লেসও হয়ে যায় । বাকি দেখা গেছে, নামে কোনো লাভ নেই । ওরা তা ভুলে যায় । বাস্তবে তোমাদের যোগ লাগাতে হবে বাবার সাথে । নাম তো শরীরের হয় । আত্মার তো কোনো নাম থাকে না । আত্মাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করে । প্রতি জন্মে নাম, রূপ, দেশ এবং কালের পরিবর্তন হয় । এই ড্রামাতে এক রূপে যে পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে, সেই রূপে আর কখনোই অভিনয় করতে পারবে না । সেই পার্ট আবার ৫০০০ বছর পরে করবে । এমন নয় যে কৃষ্ণ সে নাম – রূপেই আবার আসতে পারে । না! এ সম্ভব নয় । এ তো তোমরা জানো যে আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে, তাই চেহারা ইত্যাদি একে অপরের সঙ্গে মেলে না । পাঁচ তত্বের অনুসারে চেহারার পরিবর্তন হয় । কতো রকমের চেহারা হয় । কিন্তু এই সবই প্রথম থেকেই এই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । নতুন কিছুই হয় না । এখন শিব রাত্রি পালন করা হয় । অবশ্যই শিব এসেছিলেন । তিনিই এই সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রীতম । লক্ষ্মী – নারায়ণ, রাধা – কৃষ্ণ বা ব্রহ্মা – বিষ্ণু, এনারা কেউই প্রীতম নন । গড ফাদারই হলেন প্রীতম । বাবা তো অবশ্যই আশীর্বাদী বর্সা দেন তাই বাবাকে প্রিয় মনে হয় । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো কেননা, আমার থেকেই তোমাদের আশীর্বাদী বর্সা পেতে হবে । বাচ্চারা জানে, এই পড়ার অনুসারেই তারা গিয়ে সূর্যবংশী দেবতা বা চন্দ্রবংশী ক্ষত্রিয় হবে । বাস্তবে সমস্ত ভারতবাসীর ধর্ম এক হওয়া চাই । কিন্তু দেবতা ধর্মের নাম পরিবর্তন করে হিন্দু রেখে দিয়েছে কেননা সেই দৈব গুণ আর নেই । এখন বাবা বসে তা ধারণ করান । তিনি বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে অশরীরী হয়ে যাও । তোমরা কোনো পরমাত্মা নও । পরমাত্মা হলেন এক শিব । তিনি সকলের প্রীতম, এই সঙ্গম যুগেই কেবল একবার আসেন । এই সঙ্গম যুগ হলো খুব ছোটো । সব ধর্মেরই বিনাশ হয়ে যাবে । ব্রাহ্মণ কুলও ফিরে যাবে কারণ তাঁদের দেব কুলে ট্রান্সফার হতে হবে । বাস্তবে এ হলো পড়া । কেবল তোমাদের কাছে এনে হাজির করা হয় । ওই বিষয় বিকার হলো বিষ

। এই জ্ঞান হলো অমৃত । এ তো মানুষকে দেবতা বানানোর পাঠশালা । আত্মাতে যে খাদ জমা হয়েছে, সম্পূর্ণ নকল হয়ে গেছে । তাকে বাবা এসেই হীরে তুল্য করে তোলেন । শিব রাত্রি বলা হয় । রাত্রিতে শিব এসেছিলেন । কিন্তু কিভাবে এসেছিলেন, কার গর্ভে এসেছিলেন ? অথবা কার শরীরে প্রবেশ করেছিলেন ? গর্ভে তো তিনি আসেন না । তাঁকে কোনো শরীর ধার নিতে হয় । তিনি অবশ্যই এসে এই নরককে স্বর্গে পরিণত করবেন । কিন্তু তিনি কখন এবং কিভাবে আসেন,এ কেউই জানে না । শাস্ত্র তো অনেকই পড়ে কিন্তু মুক্তি বা জীবনমুক্তি তো কেউই পায় না, দিনে দিনে আরো তমোপ্রধান হয়ে গেছে । এ তো অবশ্যই সকলকে হতে হবে । সব মানুষকে এই স্টেজে অবশ্যই হাজির থাকতে হবে । বাবা এই অন্তিম সময়েই আসেন । সকলেই তাঁরই মহিমা করেন --- তোমার গতি মতি তুমিই জানো । তোমার মধ্যে কি জ্ঞান জ্ঞান আছে, কেমনভাবে তুমি সদ্গতি করো, সে তুমিই জানো । তাহলে তিনি তো অবশ্যই শ্রীমত দিতেই আসবেন । কিন্তু তিনি কিভাবে আসেন, কার শরীরে আসেন । এ কথা কেউই জানে না । তিনি নিজেই বলেন, আমাকে সাধারণ শরীরে আসতে হয় । আমাকেই এনার নাম অবশ্য করে ব্রহ্মাবাবা রাখতে হয় । না হলে কি করে ব্রাহ্মণের জন্ম হবে । ব্রহ্মা কোথা থেকে আসবে ? উপর থেকে তো আসবে না । তিনি হলেন সূক্ষ্ম বতনবাসী অব্যক্ত, সম্পূর্ণ ব্রহ্মা । এখানে অবশ্যই এই ব্যক্ততে এসে এই রচনা করতে হয় । আমরা অনুভবের দ্বারা বলতে পারি । এত সময় আসেন আর যান । বাবা বলেন, আমিও এই নাটকে আবদ্ধ, আর আমার পার্টও কেবলএকবার আসার যতই দুনিয়াতে অনেক উপদ্রব হোক না কেন ।সেই সময় মানুষ কতো ঈশ্বরকে ডাকতে থাকে । কিন্তু আমাকে তো আমার সময় অনুযায়ীই আসতে হয় আর আমি আসিও বাণপ্রস্থের সময়ে । এই জ্ঞান তো খুবই সহজ । কিন্তু এই অবস্থা তৈরী করাতেই পরিশ্রম, তাই বলা হয় মঞ্জিল অনেক উঁচু । বাবা যেহেতু নলেজফুল, তাই তিনি অবশ্যই বাচ্চাদের জ্ঞান দিয়েছিলেন তাই তাঁরই গায়ন -- তোমার গতি - মতি তুমিই জানো ।

বাবা বলেন, আমার কাছে যে সুখ শান্তির সম্পদ আছে, তা আমি এসে বাচ্চাদেরই দিই । এই যে মায়েদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি হয় এও এই নাটকেই নিহিত আছে, তবেই তো পাপের ঘড়া পূর্ণ হবে । কল্পে কল্পে এমনই রিপিট হয় । এই কথা তোমরা এখনই জানতে পারো, এরপর আবার ভুলে যাবে । এই জ্ঞান সত্যযুগে থাকে না । যদি তা থাকতো, তাহলে সেই পরম্পরা চলতে থাকতো । সেখানে তো এখানকার পুরুষার্থ অনুসারে প্রালব্ধ ভোগ করে । এখানে যারা পুরুষার্থ করে তারাই সেখানে থাকে, অন্য কোনো আত্মা সেখানে থাকে না, যাদের জ্ঞানের দরকার তারাই থাকে । এও তোমরা জানো যে খুবই সমান্য বিশেষ মানুষই সেখানে যাবে । অনেকেই খুব ভালো খুব ভালো বলতে থাকবে । মনে করো বিলেতের কোনো বড় মানুষ আসলেন, বুঝলেনও । কিন্তু কোথায় ভাট্টিতে থাকবেন, কি বুঝবেন । বলবেন, কথা তো ঠিকই কিন্তু পবিত্র থাকারই সমস্যা ।আরে এখানে তো সবাই পবিত্রই থাকে । যারা বিয়ে করে একসাথে থেকে পবিত্র থাকে, তারা অনেক পুরস্কার পায় । এও এক দৌড় প্রতিযোগিতা । দুনিয়ার দৌড় প্রতিযোগিতায় এক নম্বর হলে চার - পাঁচ লাখ টাকা পায় । এখানে তো ২১ জন্মের জন্য রাজসুখ পায় । এ কি কম কথা ! এই মুরলী সমস্ত বাচ্চাদের কাছেই যাবে । টেপেও শুনতে পাবে । তোমরা বলবে শিববাবা ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে মুরলী শোনাচ্ছেন অথবা বাচ্চারা শোনালে বলবে, শিববাবার মুরলী শোনাচ্ছে । এমন বললে বুদ্ধি একদম সেখানেই যাওয়া উচিত । ভিতরে সেই সুখেই ভাসা উচিত । আমাদের অতি প্রিয় বাবা আমাদের সদা সুখী, মানুষ থেকে দেবতা করেন, তাই তাঁর স্মরণ খুব ভালোভাবে থাকা উচিত । অনেক বাচ্চারাই শ্রীমত

গ্রহণ করে চলতে থাকে । শ্রীমতে অবশ্যই কল্যাণ হবে । এই মতও উঁচু, এই যাত্রাও অনেক বড়, তখন তোমরা এই মৃত্যুলোকে আসবে না । সত্যযুগ হলো অমরলোক ।

ওই দিন বাবা খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছেন, ওখানে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না । তোমরা খুশীর সঙ্গে পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর রূপী বস্ত্র গ্রহণ করো । সর্পের উদাহরণ একমাত্র তোমাদের জন্য । মথের উদাহরণও তোমাদের জন্য । কচ্ছপের উদাহরণও তোমাদেরই জন্য । সন্ন্যাসীরা তো তোমাদের নকল করে । এই মথের উদাহরণ খুব ভালো । তারা এই বিষ্ঠার পোকাকে জেনে ভোঁ ভোঁ করে পরীস্থানের পরী হয়ে যায় । এখন তোমাদের খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে । উঁচু পদ বা ভালো নম্বর পেতে হলে পরিশ্রম তো করতেই হবে । কাজকর্ম করলে সেই সময়ের ছাড় দেওয়া হয় । তবুও অনেক সময়ও পাওয়া যায় । নিজের যোগের চার্ট দেখা উচিত কেননা মায়া অনেক বিঘ্ন আনে ।

বাবা বাচ্চাদের বার বার বোঝান, বাচ্চারা ভুল করেও এই অতি প্রিয় বাবা বা সাজনকে কেউই ছেড়ে দিও না, এমন মহামূর্খ কেউই হয়ো না । কিন্তু মায়া অনেকসময় তাও করে দেয় । এর পরে তোমরা দেখবে, যারা নিজেদের বলিদান দেয়, খুব ভালো সেবা করে, তাদেরও মায়া কি হাল করে দেয় কেননা তারা শ্রীমত ছেড়ে দেয় কেননা বাবা বলেন এমন বড় মূর্খ হয়ো না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার কাছে সুখ - শান্তির যে সম্পদ পেয়েছ, তা সবাইকে দিতে হবে । জ্ঞানের দ্বারা নিজের স্থিতি পরিণত করার পরিশ্রম করতে হবে ।

২) দৈবী গুণ ধারণ করার জন্য দেহভাবকে ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করে অশরীরী হয়ে এক প্রীতমকে স্মরণ করতে হবে ।

বরদান :- নিজেকে বেহদের স্টেজে অনুভব করে সদা শ্রেষ্ঠ অভিনয় করে হিরো অভিনেতা হও

তোমরা সকলেই বিশ্বের শো'কেসে সাজানো শো' পিস, তোমরা বেহদের অনেক আত্মাদের মধ্যে থেকেও অতি উচ্চ আসনে আছ । এই স্মৃতিতেই সমস্ত সংকল্প, বাণী এবং কর্ম করো যে বিশ্বের আত্মারা আমাদের দেখছে, এতেই তোমাদের সম্পূর্ণ অভিনয় শ্রেষ্ঠ হবে, আর তোমরা হিরো অভিনেতা হতে পারবে । সকলেই তোমাদের অর্থাৎ নিমিত্ত আত্মাদের কাছ থেকে প্রাপ্তির ভাবনা রাখে তাই সদা দাতার সন্তান তোমরা দিতে থাকো, আর সকলের আশা পূরণ করতে থাকো ।

স্লোগান :- সত্যতার শক্তি থাকলে খুশী আর শক্তি প্রাপ্ত হয় ।